শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট

প্যানিহাটী মাহাত্ম্য

শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী মাহাত্ম্য

স্থান-মাহাত্ম্য

"পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ"—(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাট পানিহাটী যাঁহার পুণ্যময় আভায় শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটীর সহিত বৈষ্ণব-জগতের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা লীলাস্থল। বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটী চিন্ময় ভূমি। ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীলা হইয়াছিল: পানিহাটী সর্ব্ব আদি প্রচারক্ষেত্র; 'মালসা ভোগ' প্রথার ইহাই প্রথম উদ্ভবস্থান। "জম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল" এই অনৈসর্গিক ঘটনা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সন্নিধানে 'বোধিদ্রুম'-তলে উপস্থিত হইয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়া সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া পানিহাটীর শ্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে 'স্মরণ উৎসব' হইয়া থাকে, উহারই নাম 'দণ্ড-মহোৎসব'। এই কৃপাদণ্ডের চিড়া মহোৎসব হইতেই সর্ব্বদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন ;—

> যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
> সেই স্থান হয় সদা অতি পুণ্যময়॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

গৌড় মণ্ডলমধ্যে যতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটীই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল শ্রীপাট। অন্যান্য শ্রীধামাদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি সত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে ;—

> শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে।
> শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
> এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।—(অন্ত্য—২য় পরি)

অপিচ অন্যত্রে,—

এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ২ পরিঃ)

বর্ত্তমান কালে প্রভুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার মত অভক্তের পাপ-চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা সুরধুনী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবদ্বীপের উক্ত অংশ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। শচী আয়ির পবিত্র রন্ধন এবং প্রভুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহা কি করিয়াই বা জানিব? আর মূর্ত্তিমন্ত প্রেম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "কোথায় যে নাচিছে", তাহাও আমার মত বহির্ম্মুখ কেমন করিয়া দেখিবে? ভক্ত বলেন ;—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এখানেও প্রভেদ ; অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহাদেরই নিত্য-লীলা দেখিবার অধিকার।

আসল কথা, প্রভু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাঁহার নিরন্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাঘব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের জন্য একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখের বাণীতে এই "রাঘব-ভবনে"ই তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থ-মধ্যে পানিহাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই।

শুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে ঐতিহাসিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে; পুরাতত্ত্ব-বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে ; সৌন্দর্য্যলিপ্সুর উপভোগের দৃশ্যাদিও অতুলনীয়। ১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্য যাঁহারা সাগ্রহে "বোটানিক্যাল গার্ডেনে" গমন করেন, তাঁহারা একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্ত্তমান।

ঐতিহাসিক তথ্য

পানিহাটীর উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর। এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের 'রাঘব-ভবন'।

মুসলমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এ জন্য এক জন কাজী (বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ) সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—"হোসেন খাঁ, 'সাহা' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজী রাখিলেন ; ঐ সকল কাজী সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। * * নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াতে 'চাঁদ খাঁ' নামে একজন কাজী, * * শান্তিপুরে 'মলুক' নামে একজন কাজী * * এইরূপ পানিহাটী গ্রামে একজন কাজী বাস করিতেন।"—(অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৶০ পৃঃ)

কাজীর আবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইয়াছে। তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গা, খাজনাখানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও নাম এখনও রহিয়াছে। আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসডিম্বাকৃতি পরিখার পয়ঃপ্রণালী গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ দূরে অন্য ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে গড়, ঝিল, পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভবানী দেবীর মূর্ত্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুসলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমূর্ত্তির অবস্থান তাঁহারা ভাল বিবেচনা করেন নাই।

৺গঙ্গার গতি

অতি অল্প দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পানিহাটীতে সেরূপ কোনই উপদ্রব এ পর্য্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং সেই স্থান পূর্ব্ববৎ বিরাজমান।

(রেণেল্ড সাহেবের ১৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রচারিত ১৫১৮ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত "গাসটলডিসের গালফো দি বাঙ্গলা" নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটীর নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পানিহাটীর এক মাইল উত্তর দিকে সুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে।)

পানিহাটী কত দিনের গ্রাম

পানিহাটী যে বহু প্রাচীন গ্রাম, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধান'। কৃষকগণ তাহাদের পিতৃপিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, বহু পূর্ব্বকালে এই ধান্য গঙ্গার ধারে পেনিটি বা পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, সারা বাঙ্গলায় ইহা ছাড়া পানিহাটী নামে আর কোন গ্রাম নাই।

প্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৪৩৮ শকে (ইং ১৫১৬ খৃঃ) পানিহাটীতে শুভাগমন করিয়া তৎকালে ইহাকে বিশেষ সৌষ্ঠবশালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাসভূমি অর্থাৎ সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।—(বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ)

আরও বহু পূর্ব্বের কথা, রাজা বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটী যে জনবহুল গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেলগ্রন্থে পানিহাটীর 'করবংশ' প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক 'কর' উপাধিধারী কায়স্থের বাস ছিল। কর কায়স্থগণ পরিচয়স্থলে 'পানিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। কিন্তু অধুনা পানিহাটীতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই।

অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্যতম প্রমাণ 'বন-দেবীর আস্তানা'। (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে।) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্য বন-দেবীর পূজা দিয়া থাকেন।

এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটী সভ্য জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান

বর্ত্তমানে পানিহাটী একটি বড় গণ্ডগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার থানা খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত; স্বনাম 'পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটী'র অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভূমির উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৺গঙ্গাদেবী, উত্তরে সুখচর ও পূর্ব্বে সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খৃঃ অব্দের লোক-গণনায় লোকসংখ্যা ৪ হাজার। এই গ্রাম কালেক্টরী ১৫৫, ১৮০, ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। পানিহাটীর উপর দিয়া তিনটি সুবৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড'। ইহা অতিশয় প্রসর এবং দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। ইহা এমন সুন্দর দৃশ্যময় ও সুশীতল যে, শুনা যায়, এরূপ রাজবর্ত্ম ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা; পানিহাটীর পূর্ব্ব ধার দিয়া বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈন্যাদি স্থলপথে কলিকাতায় আসিতে হইলে এই পথেই যাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজা রামচাঁদের ঘাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বারাসত, বাদু, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাকি ও প্রতাপাদিত্যের পুরাতন যশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে। রেল হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত জন-

পদবাসী এই রাস্তা দিয়াই ৺গঙ্গাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাট পানিহাটীর অতীত এবং বর্ত্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ

"রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর।"—(চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তিন জন রাঘবনামা ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, "ভক্তি-রত্নপ্রকাশ" গ্রন্থ-প্রণেতা; পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর 'চম্পকলতা' আখ্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহাঁর সমাধি বর্ত্তমান।

রাঘবপুরী—ইহাঁর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না,—

"গরুড়াবধুতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।"—(বৈষ্ণব অভিধান)

এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহারাজের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে রাঘব পণ্ডিত অসামান্য ভক্তিবলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার গৃহই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্দ্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপূর্ব্ব প্রেমবলে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্য "রাঘবের ঝালি" হইতে সুস্বাদু আচারাদি খাদ্য দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়া স্বেচ্ছায় যতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পানিহাটীকে বাসভূমে পরিণত করিয়াছিলেন—সেই মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক-জননীর নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। বৈষ্ণব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহাঁর বিষয় বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইহাঁর মহিমার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীপাট পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট পরম তীর্থরূপে প্রণম্য।

যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থান হইয়া ভক্ত করেন প্রয়াণ।
পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান॥
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অপার।
*   *   *   *॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

রাঘবকে বক্ষে ধারণের জন্যই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটী মহিমান্বিত হইয়াছে! পানিহাটীর নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের জন্যই। নতুবা বাঙ্গালার বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্যমধ্যে আসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব্ব-গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চ নেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়া এতাবৎ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের! হায়, ভেক যেমন পদ্মের নিকটে বাস করিয়াও মধুর আস্বাদ পায় না, দূরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা লভ্য হয়, আমাদেরও তদ্রূপ অবস্থা।

নিম্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহারাজের বন্দনা পাওয়া যায়, যথা;—

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—'রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ম)—'রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।'

দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় (১৯ পৃঃ)—

'মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥'

বৃন্দাবনদাসকৃত ঐ (৩৭ পৃঃ)—

"বন্দিব রাঘবানন্দ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভব করিল বিদিত।
বাড়ীর জম্বির গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে
সর্ব্ব লোক দেখিতে বিস্মিত॥"

বৃন্দাবন ঠাকুরের ঐ (১০ পৃঃ)—

"চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঘব উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হইল চৈতন্য-বিহার॥"

বৈষ্ণব অভিধানে (৪৯ পৃঃ)—'রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ।'

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা ;—

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্‌।
সৈব সংপ্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥" ১৬৬॥

—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

"ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্যের শাখা পানিহাটীতে বিদিত॥"—(বৈষ্ণব আচারদর্পণ)

নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পণ্ডিত মহারাজের প্রেমভক্তি এবং পানিহাটীর মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে। যথা ;—

অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয়॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥"
* * * *
"পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥"—(অন্ত্য,—৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা) ;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে ;—

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥"

ভক্তিরত্নাকরে ;—

"ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ॥"

ঐ অন্তত্রে ;—

"রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্ জন॥"

এই পানিহাটীই যে রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে (৮ম তরঙ্গ, ৫৩৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা ;—

"রামদাস গদাধর দাসাদি সহিত।
পানিহাটী গ্রামে প্রভু হইলা উপনীত॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই॥"

রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রভুর ইঁহার হস্তে ভোজন দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীরাঘব পণ্ডিত 'বিপ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—"আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥
রাঘব প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ)

কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের কোন্ বংশ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকন্তু রাঘবের বংশধর বলিয়া পানিহাটী বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদিতেও ইঁহার স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইনি যে চিরকাল কুমার ছিলেন, তাহা সহজানুমেয়। পরিজনমধ্যে ইঁহার এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। তিনিও বিধবা; নাম শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অনুরক্তা দাসী ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় তাঁহার গুণমালা আখ্যা। "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের পরেই লিখিত আছে ;—"গুণামালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥"১৬৭॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ পৃঃ)—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।"

* * *

"তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।"

এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিত্রভাবে স্বহস্তে সারা বৎসর ধরিয়া নানা-বিধ আচারাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট সাজাইয়া রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্নে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। ঐ সব দ্রব্যের মোট 'রাঘবের ঝালি' নামে খ্যাত।

শ্রীচরিতামৃতে ;—

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥"—(অন্ত্য, ১০ পরিঃ)
"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥"—(অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

ঐ অন্যত্রে (অন্ত্য ১০ম) ;—

"তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী সে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার॥
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥"

ইহা ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মকরধ্বজ কর নামক জনৈক মৌলিক কর উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহা-প্রভু ইহাঁর সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহাঁদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীচরিতামৃতে (আদি, ১০ম পরিঃ) ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আগু অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর॥"

কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর সুকেশী সখী আখ্যা।

"পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ॥"১৬৮॥—(গণোদ্দেশদীপিকা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ গুণের নিদান।
প্রভু স্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যাঁর গান॥"—(বৃন্দাবন, বৈষ্ণববন্দনা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥"—(দৈবকিনন্দন, বৈষ্ণববন্দনা)

এই কর মহাশয়ের উপর 'ঝালি' রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদিগের সহিত পুরুষোত্তমে 'ঝালি' পৌছাইয়া দিতেন।

"ঝালির উপর মৌসীন (মুন্‌সিব) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥"

—(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পঃ)

এই মহাভাগ্যবান্ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"মকরধ্বজ প্রতি গৌরচন্দ্র।
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিয় আমার॥"—(চরিতামৃত)

রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দিয়া একে একে সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১ম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্য পানিহাটী আগমন এবং অভিষেক-লীলা।
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব।
৩য়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমন।
৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ।
৫ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘব-ভবনে আগমন ও অভিষেক-লীলা

"সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে ?"

পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্য বহির্গত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পানিহাটীতে রাঘব-ভবনে আসিয়া উহাকেই আদি প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বসাইয়া
মধু-ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হ'য়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে　　নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা ক'রে লওয়াবে নাম ॥
কৃতপাপ দুরাচার　　নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
কুমতি তার্কিক জন　　অধম পড়ুয়াগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি　　বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইও সবাকার দুখ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন ;—

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া　　নিতাই বিদায় হইয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম　　গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহরে কুতুহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ　　বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি　　গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥
সকল ভকত লৈয়া　　গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি　　হইয়া করুণ আঁখি
প্রেম-রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম-চিন্তামণি　　দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে অভিরাম (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস (এঁড়িয়াদহ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই (মাহেশ), সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত (অম্বিকা), উদ্ধারণ দত্ত (সপ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঘব-ভবনে গমন করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 'করগোষ্ঠীর' সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

"আজি পরাণনাথ আইল মম ঘরে।"

এই বার দয়াল নিতাই কীর্ত্তন করিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। (অন্ত্য, ৫ম পরিঃ),—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকলে আসি মিলিলা সত্বরে॥

* * * *

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥" (ইত্যাদি)

এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব-জগতের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক কীর্ত্তন দেখিতে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল।

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন॥"—(বংশবিস্তার গ্রন্থ)

এক দিবস এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘবের বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—"আজ আমার অভিষেক কর"।

ভক্তবৃন্দ এই মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে

উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাঘব পণ্ডিত সহস্র সহস্র মৃৎকলসী আনাইয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পূত গঙ্গাবারিতে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে লাগিল।

স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বসন পরিধান করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চূয়া চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুন্দর খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিয়া তদুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান্ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর অগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক! কেহ কি স্থির থাকিতে পারে?

"জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ-ক্রন্দন॥
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায়॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

পানিহাটীতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

গীত—আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে॥

—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)

প্রভু খট্টার উপর উপবেশন করিয়া রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন,—"রাঘব, কদম্বফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।"

রাঘব করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, এ সময় ত কদম্বফুল ফোটে না। কি করিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিব ?"

প্রভু। বাটীর মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উত্থান দেখ দেখি; পাইলেও পাইতে পারিবে।

রাঘব বাটীর মধ্যে গমন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যথা;—

"আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করি রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে॥
প্রভু বোলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম পরিঃ)

টাবা নেবুর গাছে কদম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ্য-হারা হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব্ব কদম্বপুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে কোথা হইতে অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহাসুগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"কোন সুগন্ধ তোমরা কি নাসিকায় অনুভব করিতেছ ?"

ভক্তগণ। হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।

প্রভু। ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?

ভক্তগণ। আজ্ঞা না।

প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে

আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার গন্ধই তোমরা পাইয়াছ। অতএব সর্ব্বকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। এই বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জনে সর্ব্বলোকের উপর প্রেম-দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি?—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥

* * *

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন?—

"কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে॥
কেহো কেহো প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥

* * *

কেহো বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল॥"—(ঐ)

আরও কি হইল?—

"অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহ-সার॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।"—(ঐ)

তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পারিষদগণকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর।

"যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাতে হইল সর্ব্ব-শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট পানিহাটী ধন্য করিয়াছিলেন।

"এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস ॥
* * *
পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব

"ইনি (রঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগস্বীকারে জগদ্বিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্নিধানে বসিবার যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে ঋষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল।"—(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

এক দিবস ঐরূপ ভাব-তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়া নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীর গঙ্গা-তীরে বটবৃক্ষের চবুতরা উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই ভক্তগণের আনন্দকোলাহল এবং হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিণ্ডার (বেদীর) নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্তু যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যে,—

"গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই সেই স্থানেই প্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুণ্ঠিত করিলেন। এই যে এত ক্ষণ একটি যুবক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ষদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন, রঘুনাথ দাস আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" প্রভুর দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাথকে দেখিয়া শ্রীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রহস্য করিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্ব-

স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আর—"আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিল চরণ।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

যে পদরজঃ পাইবার জন্ম কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আজ নিতাইচাঁদ আমাদের জোর করিয়া রঘুনাথের মস্তকে অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস! ধন্য তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল?

"কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দণ্ডিমু তোমারে॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, "চিড়া দধি আনিয়া আমার ভক্তগণকে ভোজন করাও।" অপরূপ দণ্ডবার্ত্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। একা বিংশতি লক্ষ মুদ্রার অধিকারী। তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। মহোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল বিষয়-বৈভবাদি পরিত্যাগ করণান্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাদে উহাঁকে দর্শন করিবার জন্ম লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহস্র সহস্র মনুষ্যে পূর্ণ হইল।

এ দিকে অন্যান্য গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রব্য-সামগ্রী আসিয়া পৌছিতে লাগিল। বহুসংখ্যক হোলপা (মালসা) এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (গামলা) আনা হইল। দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, চাঁপাকলা, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি উপকরণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় মাটীর গামলার কতকগুলিতে উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি দিয়া ভোগের যোগ্য করা হইল। অপর গামলাগুলিতে উক্ত গরম দুগ্ধের চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি মিশাইয়া সজ্জিত করা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজনাদি শেষ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া পিণ্ডার উপরে বসিলেন। একজন ব্রাহ্মণ শতটি সুসজ্জিত মালসা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দের পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাদেরও মাল্য দিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। এইরূপে বেদীর উপরের স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুতর লোক উপবেশন করিলেন। ক্রমে এমন ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে ;—

"তীরে স্থান না পাইয়া আর কথো জন।
জলে নামি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত)

শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে দুইটি করিয়া মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। দুইটি দিবার কারণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্য। বিংশতি জন পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রভু ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে করিতে প্রভুকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছেন?" প্রভু হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"প্রসাদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ; এখন থাকুক, রাত্রে তোমার বাটীতে গিয়া তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া যাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়াল গোপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।" এই বলিয়া রাঘবকে দুইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে প্রভু ভাবাবেশে এক লীলা করিলেন, তাহা ভগ্যবান্ অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;—

"সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥"—(ঐ)

গৌরাঙ্গদেবও হাসিয়া হাসিয়া নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

"তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥"—(ঐ)

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সুরধুনীকে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত আজ পুলিন-ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলেই এই ভাবে বিভোর হইলেন। পানিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ-যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিবরণ শুনুন;—

"মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বূলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে প্রভু আহ্বান করিয়া দেবদুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অদ্যাবধি উক্ত মাসের উক্ত তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন প্রেমবন্যায় পানিহাটী গ্রাম ভাসিয়া যায়।

দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন করিলেন ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
* * * *
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্য রাখিয়াছিলেন এবং প্রভু সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্ত্তন-শেষে পণ্ডিত মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া সেই সমস্ত আনিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে পাইলেন;—

"মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।"—(চরিতামৃত, অন্ত ৬)

তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে দুই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥

* * *

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥”—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেষণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্য তাঁহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে, রাঘব তাঁহাদের নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পদসেবা দ্বারা তাঁহার নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া—

“কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥”—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

এই বলিয়া প্রভুদ্বয়ের ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্য রঘুনাথকে ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঘব-ভবনে অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপারিষদে বসিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—

“অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয় ॥
যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায় ॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাঞি হইয়া সদয় ॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥”—(ঐ)

রঘুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া প্রভু ভক্তগণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন;—

“হাসিয়া কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রসুখ সমে॥

চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥"—(ঐ)

সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা এবং ৭ তোলা সুবর্ণ মহান্তগণের দক্ষিণাস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পারেন, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য-চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া সজল-নয়নে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঘবের চরণধূলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ;—

"তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা ॥"—(ঐ)

রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান ॥"—(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

এই সেই পানিহাটী ! ঐ সেই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান রাঘব-মন্দির ! ঐ সেই ভাগীরথীতীরে প্রাচীন ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ ! উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঐ ভগ্ন

ঘাট! এই ঘাটেই দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রের সাধনার ধন প্রভুর শ্রীচরণ-ধূলি পতিত হইয়াছিল। ধন্য পানিহাটী তোমার তপস্তা-বলকে! আর আমরাও ধন্য তোমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্শ্বে আসিয়াছিলেন, এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই।

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে যে পথ দিয়া প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ সুসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার যাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। এইবার মুসলমান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতাপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা। এই মুসলমান-অধিকার পার না হইলে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা-ময় প্রভু এ স্থলে এক লীলা প্রকাশ করিলেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত যবন রাজকর্ম্মচারী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভুকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদস্যুর ভয়ে অপর কতকগুলি নৌকাতে সৈন্য-সামন্ত পুরিয়া স্বয়ং প্রহরিস্বরূপ থাকিয়া প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি-লেন। মহাপ্রভু পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈন্য-সামন্ত সহ বিদায় দিলেন। যবন-রাজকর্ম্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,—

"উচ্চৈঃস্বরেঃহরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈলা প্রভু-কৃপা পাঞা॥
ছাড়িয়া না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিল।
বহু যত্নে প্রভু তারে বিদায় করিল॥"—(ঐ)

পিছলদা হইতে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটী আসিয়া পৌছিলেন। অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রভুকে দেখিবার জন্য সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। লোকের হুড়াহুড়িতে এবং প্রত্যেকের মুখে "জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি" শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। প্রভু লোক-সংঘট্টে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহানুভব প্রেমদাসকৃত অনুবাদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান্॥

রাজা কহে সার্ব্বভৌম সে গ্রামে কে হয়।
কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয় ॥
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত।
পরম মহান্ত তিঁহো জগতে বিদিত ॥
বার্ত্তাহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য।
সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহা বল।
লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল ॥
গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈলা ॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি ॥
ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ।
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন ॥
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দ্দিকে ধায়।
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায় ॥
বহু কষ্টে আইলা রাঘবের ঘরে।
রাঘব ডুবিলা মহা আনন্দসাগরে ॥
সে রাত্রি রহিলা প্রভু তাঁহার মন্দিরে।
নানা যত্নে নানা সেবা করিল প্রভুরে ॥"

রাঘব শশব্যস্তে গললগ্নীকৃতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু ভাগ্যবান্ নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমূহ নদীয়া অবতারের সংবাদ কেবল লোকমুখে শুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাঁহারা স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সকরুণ দৃষ্টিপাতে সকলেই প্রেম লাভ করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সানুচরে প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে অবস্থিতি করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাস-সমীপে গমন করিলেন।

এ স্থানে একটি আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন শ্রীপাট পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার সময় পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, লিখিত আছে। এই অসামঞ্জস্য ঘটনার মীমাংসা কি ?

মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নীলাচল হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই প্রভু পানিহাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাটীতে প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,—

"তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥

* * *

নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড়-ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥"—(চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরিচ্ছেদ)

এ জন্য চরিতামৃতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পানিহাটীতে অবস্থিতি-কাহিনী আদৌ উল্লেখ নাই।

আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাটীর বিবরণ চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন-কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা,—

"ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে।
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে ॥"—(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩ অঃ)

তাহা হইলে উক্ত দুই সময়েই প্রভুর পানিহাটীতে আগমন-কাহিনী দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পানিহাটীতে অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক কথা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই সব মহাশক্তিসম্পন্ন পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞ্জন জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথো দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমা-বল্লভ চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥
হাঁসি বোলে প্রভু "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেথানে যত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া আসিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই শুভাশীর্ব্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"—(ঐ)

পরে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান ॥"—(ঐ)

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু বলিলেন—"মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্, কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয় আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিও।"

"হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথো দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া"

—(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, তাহারই নাম "রাঘবের ঝালি।" পণ্ডিত মহারাজ এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ স্থায়ী লাড়ু, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তুত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। সেই অপূর্ব্ব ঝালির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব।

ঝালির মধ্যে আমের কাসুন্দি, আমসি, আম্রখণ্ড, আম্রতৈল, আম্রকলির আচার, ঝাল আদা, নেবু আদা ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আচার। এইরূপ ;—

"ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥
শুষ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড লাড়ু আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত-কর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাঁচুটি ধান্তের আতব চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

*   *

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভিজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া লাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥

রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
তুঁহার প্রকৃতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী॥
সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥—(ঐ)

পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন জন্ম উদরে আম হয়, এ জন্ম ভক্তিমতী দময়ন্তী দেবী—

"যত্ন করি শুখি করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুকুতা পাতা কাসুন্দীতে মহা সুখ পায়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥"

এই সব দ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিন জন বাহক লইয়া কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুষোত্তমে ঝালি পৌছাইয়া দিতেন। প্রভুর সন্নিধানে ঝালি পৌছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ লইয়া গোবিন্দকে অতি যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব সামগ্রী বৎসরাবধি প্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হইবে।

"রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।—(ঐ)

সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই আদর্শ-প্রভু রাঘবের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হইয়া গৃহীর ন্যায় সমুদয় খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি এতই উচ্চ!

শ্রীশ্রীমদনমোহন-সেবা

এই বার শ্রীরাঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজিত। এমন মনোহর মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রকৃতই মদনমোহন। রাঘবের উদ্যানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও এবং চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও সেই নারিকেল ক্রয় করিয়া আনাইয়া ঠাকুরকে অর্পণ করিতেন।

প্রতি দিন ৫।৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। ভোগের সময় তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইত। রাঘবের অচলা ভক্তিতে;—

> কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
> কভু শূন্য রাখেন কভু জল ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বস্তুতর পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্ পুনরায় শস্যগুলি ভোজন করিতেন।

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ দরজার উপরের ভিতে তাঁহার হাত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেলগুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজা দিয়া লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধূলা বায়ুতে উড়িয়া উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিকেলে হস্ত দেওয়াতে তাহাতেও পদধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা কৃষ্ণ-সেবার অযোগ্য হইল। পুনরায় অন্য নারিকেল আনাইয়া অতি পবিত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত হইলেন।

কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাইয়া ভোগ দিতেন, তাহা নহে; কলা, আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিম্বা রন্ধনের উপযোগী ফল-মূল, শাক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দ্দি, আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন।

রাঘবের এইরূপ সেবা-পারিপাট্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, ঐরূপ পৃথক্ পাত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্যও একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের ঐকান্তিক ভক্তিতে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া যাইতেন।

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্য ডাকিতেন, তিনি তখন নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঘব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন। প্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্য ধন্য শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পণ্ডিতের পরিচয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে কারণ তাঁহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না অন্ধকারে রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। তদুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী ফুলে এবং তাহার সুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অদ্যাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত করিতেছেন।

শ্রীঅমূল্যধন রায়

নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি*

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে "নেহ" ও "লেহ" শব্দের প্রয়োগ কত অধিক। নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্ ভাষা হইতে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনায়াসে স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা প্রাকৃত ভাষা হইতে নিম্নে নেহ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম,—

সব্ভাবণেহভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই ত্তি জুত্তমিণম্।
সদ্ভাবস্নেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্॥

—গাথাসপ্তশতী, ১।৪১।

বন্ধবণেহত্তুহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্জন্তো।
বান্ধবস্নেহাভ্যধিকো ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ॥

—সেতুবন্ধ, ৩।২৮।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্দটি খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; সুতরাং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাকৃতে ণেহ শব্দ লিখিতে ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহা ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া পড়িবে।

দুই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া যাঁহারা একটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্ত্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অনুরূপ নহে। প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শূন্য, শুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, সীস, সেস, সুন, সুন (ধাতু), সেজ লিখিত দেখা যায়। অনেকে ইহা লিপিকরের ভ্রম বলিয়া সহজেই ইহার একটা সুমীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে নহে। কেন না, অদ্যাবধি যেখানে যত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন পুথির সহিতই যখন বর্ত্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

না করিয়া, সকল লিপিকরকেই মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করা আমাদের ন্যায়-সঙ্গত মনে হয় না। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া অনুমান করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেই পুথিতেও যখন আমরা এইরূপ বানান পাইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। অবশ্য লিপিকরগণ যে অভ্রান্ত বা মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভূরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে স্থানে এরূপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমরা প্রাচীন পুথির সমস্ত বানানই পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না।

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন*। এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা—	প্রাকৃত—
সঅল	সঅল
গঅণ	গঅণ
তিহুবণ	তিহুঅণ
ণিঅড়	ণিঅড়
নেউর	ণেউর
রঅণ	রঅণ
লোঅ	লোঅ
সীস	সীস
সুহে	সুহ
মুহ	মুহ
ণই	ণই
জউনা	জউণা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।